017

তারিখ 16 JAN 1986

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক সংবাদ

স্কুল পাঠ্যবই এত বদলায় কেন ?

স্কুল পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ছিয়াশিতে তৃতীয় শ্রেণীর ইংরেজী ও ইসলাম ধর্ম শিক্ষা, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ইংরেজী ও সমাজ বিজ্ঞান এবং সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জ্যামিতি বই বদল করেছে। বেশী নয়, মাত্র পাঁচটি শ্রেণীর আটটি বই এবার বদলানো হয়েছে। এই বদলে আর যাই হোক, সময় খরচ নাকি হয়নি। অন্তত বোর্ড কর্তৃপক্ষের বক্তব্য তেমনি। হবেও বা। নতুন বছরের পয়লা মাসে বই যখন কেবল বাজারে ঢুঁ মারতে আরম্ভ করেছে সে সময় অদল-বদলের ফল বোঝা যাবে না। বছরের কয়েক মাস কাবার হওয়ার পরে বই আসেনি বই আসেনি বলে যে আওয়াজ প্রতিবার চারদিক থেকে ওঠে তার সময় এখনো আসেনি। সুতরাং এবারের অবস্থা কেমন দাঁড়াবে তা বুঝতে তিন/চার মাস অপেক্ষা করতেই হবে।

অতএব সময় খরচের কথা মুলতবী থাক। তবে বলা দরকার হয়ে পড়েছে পাঠ্যবই বদলানোর রীতি-নীতি সম্পর্কে। কর্তৃপক্ষের এই রীতিনীতির উদ্দেশ্যই বোধগম্য নয়। প্রতি বছর স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীর বেশকিছু বিষয়ের বই বদল করা হয়। এর ব্যতিক্রম গত বিশ বছরের মধ্যে কখন ঘটেছে তা মনে রাখা কষ্টকর। প্রথম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী অবধি সব শ্রেণীর সকল বিষয়ের পাঠ্যবই বদলানো হয়েছে শিক্ষার্থীদের নিত নয় পাঠ দেয়ার জন্য। ছেলেমেয়েদের গোড়াপত্তন ভাল করতে হবে, জ্ঞানের সকল বিষয়ের সাথে তাদের পরিচয় ঘটিয়ে সর্ববিদ্যাবিশারদ করে গড়ে তুলতে হবে এবং সাথে সাথে তারা যাতে ধর্মের ছক-বাঁধা গণ্ডির বাইরে কোনভাবে ছিটকে পড়তে না পারে তার জন্য ধর্মশাস্ত্রের পাঠ প্রথম থেকেই সবাইকে দিতে হবে। আগামীদিনের নাগরিকদের একেবারে চৌকস বানানোর জন্য কর্তৃপক্ষের অবিরাম প্রচেষ্টার স্বাক্ষর যে স্কুল পাঠ্যপুস্তকগুলো বহন করে চলেছে তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। কিন্তু যাদের জন্য কর্তৃপক্ষের এত মাথাব্যথা ও পণ্ডিতদের মাথা ঘামানো এবং বছর বছর বিরাট অংকের টাকা খরচ সেই কচি বয়সের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষার পাঠ কেমন নিতে পারছে তাও এই সঙ্গে একটু খতিয়ে দেখার দরকার আছে। খাদ্য যত পুষ্টিকরই হোক না কেন, সব রকমের পুষ্টিকর খাবার একত্রে বেদম গিলতে হলে অসাধারণ হজম শক্তির অধিকারীদেরও বদহজমে ভুগতে হয়। দুর্বল পাকস্থলী যাদের, বিশেষ করে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের এমন খাদ্য খেতে বাধ্য করা হলে তা তাদের সহ্য করা সম্ভব নয়। তাছাড়া উত্তম ভেবে যেসব বস্তু পরিবেশন করা হচ্ছে সেগুলো সত্যিই যে গ্রহণযোগ্য পরীক্ষায় তা প্রমাণিত হয়নি। আমাদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যবিষয় নির্ধারণের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের এধরনের অপরিণামদর্শিতার পরিচয় মিলবে। অল্প বয়সী ছাত্রছাত্রীদের ছোট ছোট মাথা এত বিদ্যা ধরতে গিয়ে ঘুলিয়ে যাচ্ছে। নীচের পর্যায়ে শিক্ষায় এই হজমের বিরাট অত্যন্ত স্পষ্ট। তবুও আরো কিছু ঢুকানোর চেষ্টায় কর্তৃপক্ষ ক্ষান্ত নন।

শিক্ষার নীতি ও পাঠ্যবিষয় নির্ধারণ যারা করেন তারা নিশ্চয়ই অবোধ শিশু নন। গোড়াতে সব একসাথে শিখাতে গেলে, কিছুই যে শিখানো যায় না তা বুঝবার মতো বুদ্ধি তাদের থাকা উচিত। তবু তারা এমনিতে ভাবী পাঠ্যবইগুলোতে নিত্যনতুন বিষয় যোগ করে কোন না কোনভাবে একটু হেরফের ঘটাতে সব সময়ই ব্যস্ত। এর ফলে যে পাঠ্যবিষয় ক্রমে আরো জটিল হয়ে পড়ে এবং বারবার বই বদলে ছাত্রছাত্রীরা ছাড়াও তাদের অভিভাবকদেরও যে বেশ মুশকিলে পড়তে হয় তা তাদেরকে আর কতভাবে বোঝাতে হবে?

ক্রমাগত পাঠ্যবিষয় ও বই বদল করার ফলে শিক্ষার মান উন্নত হলে কিংবা ভাল পাঠ্যবই পাওয়া গেলে এ বিষয়ে বলার কিছু থাকতো না। কিন্তু সে দৃষ্টান্ত কোথায়? স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পড়া লেখা দেখলে ও তাদের পাঠ্যবইগুলোর পাতায় চোখ বুলালে বরং উল্টো ধারণাই জন্মাবে। শিক্ষার্থীদের কথা ছেড়ে যা বদলানোর জন্য চেষ্টার অন্ত নেই সেই পাঠ্যবইয়ের প্রসংগই বলা যাক। সব সময় বই বদল করার প্রয়োজনই বা কোথায়? বিজ্ঞান, গণিত, ভূগোল ও ভাষা ব্যাকরণের মূল বিষয়গুলোর কতটুকু পরিবর্তন ঘটেছে গত দুই দশকের মধ্যে? ইতিহাসের ঘটনাবলী কি নতুনভাবে ঘটানো সম্ভব? তবু সব বার বার নতুন করে লিখে স্কুলের পাঠ্যবইয়ে ঢুকানো হয় কেন? এতে উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তিদের মনরক্ষা, লেখক ও প্রকাশকদের আয় বৃদ্ধি এবং বড় বড় পণ্ডিতদের বিদ্যা জাহির করার সুযোগ হতে পারে। কিন্তু স্কুলের শিক্ষা যে এগোয় না, পিছাতে থাকে তা চারপাশের অবস্থা সম্পর্কে একটুখানি ভেবে নিয়েই বলে দেয়া যায়। আসলে গত দুই দশককালে শিক্ষার উন্নতি ও আধুনিকীকরণের নামে কচি বাচ্চাদের গিনিপিগের মতো ব্যবহার করে তাদের বিভ্রান্তি বাড়ানো হয়েছে। শিক্ষার ভিত্তি এতে মজবুত হতে পারেনি। বরং আরো নড়বড়ে হয়ে পড়ার কারণ আছে।

কর্তৃপক্ষ ও পণ্ডিতদের বড় বড় মাথা ঘামানোর ফলে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য যে সব পাঠ্যবই বেরিয়েছে সেগুলোতে শিক্ষণীয় বিষয় কতটুকু রয়েছে তার বিবরণ দিতে গেলে বড় একটা বই লিখতে হবে। কত রকমের ভুল যে এসব বইয়ে রয়েছে তাও বলে শেষ করা যাবে না। ভুল নেই এমন স্কুল পাঠ্যবই স্বাধীন বাংলাদেশে আজকে বের হয়নি। পাঠ্যবই বাচ্চাদের কেমন জ্ঞানদান করছে তার একটু উদাহরণ দেয়া যায় চতুর্থ শ্রেণীর বাংলা সাহিত্যের বই থেকে। কত রকমের ভুল বইয়ের কত জায়গায় আছে তা বলে কাজ নেই। চার/পাঁচটা শব্দার্থ উল্লেখ করলেই আঁচ করা যাবে রচয়িতাদের কর্মনিষ্ঠা। "স্নিগ্ধ-কোমল, হাসপাতাল-চিকিৎসালয়, বাজখাই-কর্কশ, ভিত-ভিত্তি, উৎস-মূল" এ ধরনের শব্দার্থ থেকে বাচ্চারা কি বুঝবে তা কর্তৃপক্ষই বলুন। "দু'পাতা বই পড়ে ভাতেরে কয় অন্ন"—লেখকেরা এ ধরনের কথাকে কাজে পরিণত করেছেন। তাছাড়া তাঁরা বাংলা শব্দকোষের ধারেকাছে যাওয়ার কথা ভেবেছেন কিনা, যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

এ ধরনের গলদ দূর করার চেষ্টা না করে প্রাথমিক পর্যায়ের ইংরেজী, ইসলাম ধর্মশিক্ষা ও সমাজবিজ্ঞান এবং মাধ্যমিক শ্রেণীর জ্যামিতি বই বদলানোর উদ্যোগ নেয়া হলো কি তাগিদে? এর জন্য যে পয়সা খরচ করা হয়েছে তা দিয়ে বাচ্চাদের বই ভাল কাগজে ছাপার ব্যবস্থা কি কর্তৃপক্ষ করতে পারতেন না? দেশের জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা চিন্তা করে ঘন ঘন বই বদল না করাই উচিত। এক বই যাতে পরের বছর ব্যবহার করা যায় তার জন্য পাঠ্যবিষয় যথাসম্ভব অপরিবর্তিত রেখে উৎকৃষ্টমানের কাগজে বই ছাপার ব্যবস্থা নেয়া কি সম্ভব নয়?